দৈনিক খবর

তারিখ … 15 OCT 1990 …
পৃষ্ঠা … কলাম …

শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ঃ জনগণ বিক্ষুব্ধ

প্রাথমিক শিক্ষকদের পদন্নোতিতে অনিয়মের অভিযোগ

কুষ্টিয়া, ১৪ই অক্টোবর (সনৎ নন্দী প্রেরিত)।– সদর উপজেলা সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত করার ক্ষোভে স্বজনপ্রীতি, সরকারী নিয়ম-বহির্ভূত এবং হয়রানিমূলক বদলীর ফলে স্থানীয় শিক্ষক মহলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তারা উপজেলা পরিষদের এই অনিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে মারাত্মক বিক্ষুব্ধ।

জানা যায়, চলতি বছর জুলাই মাসে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ১০১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত করার আদেশ দেয়া হয় (স্মারক নং-৪৬৪/২৫০ তাং ১৬-৭-৯০)। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন ছাড়া কাজ সম্পাদন করা হয়। এ ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্যকেও উপেক্ষা করা হয়েছে– যা সরকারী নীতির পরিপন্থী।

চাকরির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই পদোন্নতি দেবার সরকারী সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে তা লংঘন করা হয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পদোন্নতি গ্রহণে ইচ্ছুক কি-না এই মর্মে আবেদনপত্র চেয়ে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক প্রকার অঙ্গিকার গ্রহণ করে পদোন্নতি দিয়ে শিক্ষকদের হয়রানিমূলক দূর-দুরান্তে বদলী করা হয়েছে। যা সরকারী নিয়মনীতির মারাত্মক পরিপন্থী।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও গণমুখী করার জন্য শিক্ষকবৃন্দকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী সুবিধাজনক স্থানে চাকরিতে বহাল রাখবার জন্য এবং দূরে বদলী না করার জন্যে বার বার নির্দেশ জারি করেছে। অথচ সদর উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পদোন্নতির ক্ষেত্রে এ নিয়ম দারুণভাবে লংঘিত করেছে। ফলে পদোন্নতি প্রাপ্ত প্রায় ৫০ ভাগ শিক্ষকের পক্ষে চাকরি বহাল রাখা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে কর্তৃপক্ষের এহেন কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি তালিকাভুক্ত ক্রমিক নং-১, ৩১, ৩৯, ৭২, ৯০, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬ সহ সর্বমোট ১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে তাদের পদোন্নতি দেয়া হয়নি।

এছাড়া সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ১০১ জন শিক্ষকের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি একই তালিকাভুক্ত হবার কথা থাকলেও নিয়ম ভঙ্গ করে পৃথক পৃথকভাবে দূর-দূরান্তে বদলী করে নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে। ৩৮ জন শিক্ষককে ৭ থেকে ২৫ মাইল দূর পর্যন্ত বদলী করা হয়েছে। এ অনিয়মের বিরুদ্ধে ২ জন শিক্ষক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

এদিকে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৫ জন শিক্ষক প্রতিবাদস্বরূপ পদোন্নতি গ্রহণ না করে স্বপদে থাকার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। সরকারী বিধিবিধান লংঘন করে উক্ত শিক্ষকদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে ৪/৮/৯০ তারিখের আদেশ বলে ৮/৮/৯০ তারিখে স্কুল হতে তাৎক্ষণিক বিমুক্ত করার নির্দেশ জারি করা হয়। এ ক্ষেত্রেও প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।

যখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রাথমিক শিক্ষা

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষকদের

৬-এর পাতার পর

ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক ও আরো গণমুখী করে গড়ে তোলার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছেন ঠিক তার পাশাপাশি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদে চলছে অনিয়মতান্ত্রিক মনগড়া সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বলা যায়, সরকারের মহৎ উদ্দেশ্যকে সুপরিকল্পিতভাবে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা বলে বিভিন্ন মহল মনে করছেন।

কর্তৃপক্ষের এই কার্যকলাপের ফলে জনমনে এবং শিক্ষকদের মধ্যে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এরই মধ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও কমিটির উপদেষ্টা বদরুদ্দোজা গামা বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে বিভিন্ন অনিয়ম উল্লেখ করে এক পত্র-প্রেরণ করেছেন। এছাড়াও জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পৃথকভাবে এক আবেদনে জানিয়েছেন, অবৈধ পদোন্নতির নামে শিক্ষকদের নির্যাতন ও হয়রানিমূলক বদলী মেনে নেয়া যায় না। তারা এই পদোন্নতি বাতিল করে সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী স্ব-বিদ্যালয়ে বা নিকটস্থ বিদ্যালয়ে পদোন্নতি দিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

37